উপস্থিত:
জনাব বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
জনাব বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

ফৌজদারী বিবিধ মামলা নং- ১০০৮৫/২০১৬

মোঃ সফিকুল ইসলাম

.... দন্ডিত-দরখাস্তকারী।

বনাম

রাষ্ট্র ও অন্য

.... প্রতিপক্ষগণ।

জনাব মোহাম্মদ সামিউল হক, অ্যাডভোকেট

.... দন্ডিত-দরখাস্তকারীর পক্ষে।

জনাব ফরহাদ আহমেদ, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল
মিস নুসরাত জাহান, ডেপুটি অ্যাটর্নী জেনারেল
জনাব মোঃ ইউসুফ মাহমুদ মোরশেদ, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নী জেনারেল

.... রাষ্ট্র পক্ষে।

জনাব হাছান মাহমুদ খান, অ্যাডভোকেট

.... অভিযোগকারিনী প্রতিপক্ষ নং-২ এর পক্ষে।

শুনানির তারিখ ঃ ২২ ফাল্গুন ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ০৬ মার্চ ২০১৯ইং
রায় প্রদানের তারিখঃ ২৭ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ / ১০ এপ্রিল ২০১৯ইং

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিমঃ

অত্র রুলটি প্রতিপক্ষগণের প্রতি জারী করে কারণ দর্শাতে বলা হয় যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, চট্টগ্রাম কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন মামলা নং- ৮৫১/২০১২ মামলায় ১০/০৭/২০১৪ ইং তারিখে প্রদত্ত রায় ও আদেশ দ্বারা দরখাস্তকারীকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে ০৩(তিন) বৎসরের কারাদন্ড তৎসহ ৫০,০০০/- টাকা জরিমানার সাজা কেন বাতিল (quash) করা হবে না বা অত্র আদালতের বিবেচনায় যথাযথ প্রচারযোগ্য এতদসংশ্লিষ্ট অন্যবিধ আদেশ বা অধিকতর আদেশ বা আদেশ সমূহ প্রচারিত হবে না।

২নং প্রতিপক্ষ লাভলী আক্তার চট্টগ্রাম জেলার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১-এ অত্র দন্ডিত দরখাস্তকারীর (পরবর্তীতে শুধু মাত্র দরখাস্তকারী হিসেবে উল্লেখ করা হবে) বিরুদ্ধে ২৩/০৮/২০১২ইং তারিখে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। উক্ত অভিযোগে বিবৃত করা হয় যে, বিগত ১৩/০১/২০১২ইং তারিখে অভিযোগকারীনির সাথে অত্র দরখাস্তকারীর বিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মীয় রীতি-নীতি অনুযায়ী সম্পন্ন হয়। বিয়ের পরে অত্র দরখাস্তকারী কয়েকদিন অভিযোগকারীনির সাথে তাঁর শ্বশুরালয়ে অবস্থানের পর তাঁর কর্মস্থল বাংলাদেশ নৌবাহিনী চট্টগ্রামস্থ ঈশা খান বেইস-এ যোগদান করেন এবং সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার ও শনিবার অভিযোগকারীনির পিত্রালয়ে অবস্থান করে দাম্পত্য জীবন পালন করে আসতে থাকে। দাম্পত্য জীবন চলাকালীন এক পর্যায়ে দরখাস্তকারী অভিযোগকারীনিকে তাঁর পিতার নিকট হতে ৪,০০,০০০/- টাকা যৌতুক হিসেবে এনে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। বিগত ১২/০৪/২০১২ইং তারিখ রাত আনুমানিক ১০.০০ ঘটিকার সময় দরখাস্তকারী অভিযোগকারীনির পিত্রালয়ে আসার পরে যৌতুকের ঐ টাকার বিষয়ে অভিযোগকারীনি তাঁর পিতাকে অবহিত করেছিল কিনা তা জানতে চায়। অভিযোগকারীনির পিতা ১৩/০৪/২০১২ইং তারিখ বিকেল ৩.০০ ঘটিকায় উক্ত বিষয়ে তাঁর মতামত জানাবেন মর্মে জানায়। উক্ত তারিখে এবং সময়ে দরখাস্তকারী অভিযোগকারীনির নিকট পুনরায় উক্ত টাকা দাবি করলে অভিযোগকারীনি জানায় যে, তাঁর পিতার পক্ষে যৌতুক হিসেবে ঐ টাকা দেওয়া সম্ভব হবে না। উক্তরূপ কথা শ্রবনের পর দরখাস্তকারী অভিযোগকারীনির তলপেটে লাথি মারে, ফলে অভিযোগকারীনি বেঁহুশ হয়ে পড়ে এবং তাঁর রক্তপাত শুরু হয়। অভিযোগকারীনি প্রথমে স্থানীয় ডাক্তারের চেম্বারে চিকিৎসা গ্রহন করেন এবং পরবর্তীতে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি হন। অভিযোগকারীনির জীবন রক্ষা হলেও তাঁর গর্ভপাত রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী উক্ত ৪,০০,০০০/- টাকা যৌতুক হিসাবে দাবী অব্যাহত রাখে এবং এক পর্যায়ে অভিযোগকারীনির সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। অভিযোগকারীনির অনেক চেষ্টা

সত্ত্বেও দরখাস্তাকারী দীর্ঘদিন তাঁর কোন খোঁজ-খবর না নেয়ায় ০৯/০৭/২০১২ইং তারিখে তাঁর বরাবরে একটি লিগ্যাল নোটিশ প্রেরন করে। লিগ্যাল নোটিশ প্রাপ্ত হয়ে দরখাস্তকারী অভিযোগকারীনিকে টেলিফোনে কটু কথা বলে এবং ১৭/০৭/২০১২ইং তারিখ রাতে অভিযোগকারীনির পিত্রালয়ে আসে এবং পরদিন সকালে অভিযোগকারীনিকে যৌতুকের টাকা প্রদানের জন্য পুন:রায় চাপ প্রয়োগ করে এবং এক পর্যায়ে তাঁকে মারধর করে, ফলে অভিযোগকারীনি রক্তাক্ত জখম প্রাপ্ত হয় এবং অতঃপর দরখাস্তকারী সেখান থেকে অভিযোগকারীনিকে রেখে চলে যায়।

অভিযোগটির উপর বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান করা হয় এবং অনুসন্ধানে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া যাওয়ায় ট্রাইব্যুনাল দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারায় অভিযোগ আমলে গ্রহন করে। পরবর্তীতে ট্রাইব্যুনাল একই ধারায় দরখাস্তকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে, কিন্তু দরখাস্তকারী পলাতক থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে বিচার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

অভিযোগ প্রমানের জন্য প্রসিকিউশন পক্ষে ০৫ জন সাক্ষী উপস্থাপন করা হয়।

ট্রাইব্যুনাল তর্কিত রায় ও আদেশ দ্বারা দরখাস্তকারীকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ এর ১১(গ) ধারার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে তিন বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড তৎসঙ্গে ৫০,০০০/- টাকা অর্থ দন্ড প্রদান করে।

দরখাস্তকারী উক্ত সাজার বিষয়ে জ্ঞাত হলে বিগত ০৬/০১/২০১৬ইং তারিখে ট্রাইব্যুনালে আত্মসমর্থন করেন এবং পরবর্তীতে ফৌজদারীর কার্যবিধির ৫৬১-ক ধারার বিধান অনুযায়ী দরখাস্ত দাখিলক্রমে ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত দন্ড ও সাজার রায় ও আদেশ বাতিলের প্রার্থনা করে, যার ফলে অত্র রুলটির উদ্ভব হয়।

অত্র রুলটি শুনানীর জন্য গ্রহন করা হলে অভিযোগকারীনি অত্র আদালতে উপস্থিত হয়ে একটি হলফনামা দাখিলক্রমে আদালতকে অবহিত করেন যে, মামলা চলাকালীন সময়ে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সকল ভুল বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে এবং তাঁরা

বর্তমানে একত্রে বসবাস ও দাম্পত্য জীবন বলবৎ রেখেছেন। ইতিমধ্যে তাঁদের একজন পুত্র সন্তান জন্ম নিয়েছে, যার বর্তমান বয়স আড়াই বৎসর এবং তাঁরা আদালতে আপোষমূলে মামলাটি নিষ্পত্তির প্রার্থনা করেন।

উপরোক্ত হলফনামার প্রেক্ষিতে অত্র আদালত অভিযোগকারীনি এবং দরখাস্তকারীর জবানবন্দি গ্রহন করেন, যা নথিতে সংরক্ষিত আছে।

উপরোক্ত অবস্থায় আদালতের সামনে একটি বিবেচ্য বিষয় হলো যে, মামলার এ পর্যায়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১-এ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগে আপোষ নিষ্পত্তিমূলে দরখাস্তকারীর দন্ড ও সাজা মওকুফ করার কোন এখতিয়ার এবং সুযোগ (scope) অত্র আদালতের আছে কিনা?

এটা বাস্তবতা ও সত্য যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ১১(গ) এর আওতায় সংগঠিত অপরাধ আপোষযোগ্য নয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধারা ১১(গ) এর আওতায় সংগঠিত অপরাধ আপোষযোগ্য না হলেও উক্ত ধারার অপরাধ প্রমানিত হলে সর্বোচ্চ শাস্তি ৩(তিন) বৎসর সশ্রম কারাদন্ড তৎসঙ্গে জরিমানার বিধান রয়েছে। অপরদিকে যৌতুক নিরোধ আইন, ২০১৮ এর ৩ ও ৪ ধারার অপরাধ সংগঠনের জন্য সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বৎসর এবং সর্বনিম্ন ১(এক) বৎসর শাস্তির বিধান করা হলেও উক্ত আইনের অপরাধকে আপোষযোগ্য করা হয়েছে। দন্ডবিধির ৩২৩,৩২৪ ও ৩২৫ ধারায় সাধারণ আঘাত, মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহারে আঘাত এবং গুরুত্ব আঘাতের জন্য যথাক্রমে জরিমানা সহ সর্বোচ্চ শাস্তি এক বছর, তিন বছর এবং সাত বছরের বিধান রয়েছে। উপরোক্ত তিনটি ধারার অপরাধই আপোষযোগ্য।

২০১৬ ইংরেজী সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন, যেখানে দেশের সকল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকবৃন্দ সহ সকল পর্যায়ের কর্মরত বিচারকবৃন্দ এবং সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগের মাননীয় বিচারপতিবৃন্দ অংশগ্রহন করেন। উক্ত সম্মেলনে “নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ বাস্তবায়নে সমস্যা ও

সমাধান” বিষয়ক কর্ম অধিবেশনে উক্ত আইনের ১১(গ) ধারাটি আপোষযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করা হয়।

উক্ত কর্ম অধিবেশনে অংশগ্রহনকারীরগণের অভিমত ছিল যে, যেহেতু যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে মারপিটের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, বনিবনা না হওয়া কিংবা অন্য কোন লেনদেন বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিদ্যমান থাকে। উক্ত ধারার অপরাধসমূহ আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হলে মামলার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যাবে। এতে করে ট্রাইব্যুনাল সমূহ মামলার জট থেকে যেমন একদিকে রক্ষা পাবে অন্যদিকে বিবাদমান ঘরে শান্তি ফিরে আসবে।

(সূত্রঃ প্রতিবেদন- জাতীয় বিচার বিভাগীয় সম্মেলন,২০১৬, পৃষ্ঠা-৪০)

উপরোক্ত সুপারিশ নিবিড় পর্যালোচনায় তা দ্বি-মতের কোন সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না। বরং উপরোক্ত সুপারিশ বর্তমান সামাজিক এবং মামলাজটের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত এবং তা বাস্তবায়ন সময়ের দাবী।

এমতাবস্থায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ) ধারার অপরাধের ধরন বা প্রকৃতির সঙ্গে যৌতুক নিরোধ আইনের ৩ ও ৪ ধারার অপরাধ এবং দন্ডবিধির ধারা-৩২৩,৩২৪,৩২৫-এর আপোষযোগ্য অপরাধসমূহের প্রকৃতি ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে পারিবারিক ও সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তি সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মামলাজট নিরসনের স্বার্থে উপরোক্ত নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ) ধারার অপরাধটি অনতিবিলম্বে আপোষযোগ্য করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইনটি সংশোধন করা প্রয়োজন।

আমরা, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১-এ ধারার এখতিয়ার ও প্রয়োগের সীমারেখা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন মোকদ্দমায় বিশেষতঃ **আব্দুল কাদের চৌধুরী গং বনাম রাষ্ট্র**, ২৮ ডিএলআর(এডি), পৃষ্ঠা-৩৮, **আলী আক্কাস বনাম এনায়েত হোসেইন**, ১৭ বিএলডি (এডি) পৃষ্ঠা-৪ এবং **বাংলাদেশ বনাম শাহজাহান সিরাজ**, ৩২ ডিএলআর(এডি) পৃষ্ঠা-১-

এ প্রকাশিত মামলা সমূহে আপীল বিভাগের সিদ্ধান্ত, পর্যবেক্ষন ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সচেতন।

আইনের প্রয়োগ এবং এর ব্যাখ্যা যান্ত্রিক হতে পারে না। আইনের শাসনের মূল লক্ষ্যই হলো অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করার পাশাপাশি সমাজে শৃঙ্খলা এবং শান্তি সুনিশ্চিত করা। পারিবারিক বা দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ও মনোমালিন্য অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নয়। যৌতুকের দাবীসহ যেকোন অজুহাতে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর উপর শারিরীক নির্যাতন নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় এবং গর্হিত অপরাধ। এতদ্ সত্ত্বেও উক্ত অপরাধ সংগঠনের পরে যদি স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝির অবসান ঘটিয়ে দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখার সংকল্প ব্যক্ত করেন বা রাখেন সেক্ষেত্রে আইনের বিধান যত কঠিনই হোক না কেন একটি সংসার রক্ষা করার চাইতে সেটি বড় হতে পারে না। একটি সংসার ভেঙ্গে গেলে তার পারিবারিক ও সামাজিক নেতিবাচক দিক সুদূর প্রসারী। এতে শুধু স্বামী-স্ত্রীর সামাজিক, পারিবারিক ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই ঘটেনা, তাঁদের সন্তান এমনকি নিকট আত্মীয় স্বজনের উপরেও এর গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে, যা পুরন করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। এই বাস্তবতায় আমাদের উচিৎ হবে ন্যায়বিচার নিশ্চিত (to secure ends of justice) করার স্বার্থে অত্র মামলার বর্তমান বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় নিয়ে একটি সংসার ও দরখাস্তকারী-অভিযোগকারীনির শিশু সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১-ক ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পক্ষদ্বয়ের আপোষের অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দিয়ে দন্ডিত দরখাস্তকারীর দন্ড বাতিল এবং সাজা মওকুফ করা। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করলে আইনের গুরুতর কোন ব্যত্যয় হবে বলে আমরা মনে করি না। রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আইনের যান্ত্রিক প্রয়োগে যদি একটি সংসার ভেঙ্গে যায়, সন্তানকে মা-বাবা থেকে পৃথক করে ফেলে-তবে কি তা ন্যায়বিচারের পরিপন্থি হবে না! আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ফৌজদারী

কার্যবিধির ধারা ৫৬১এ ধারা বিচারাধীন বিষয়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য যেকোন আদেশ প্রদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগকে দিয়েছে।

অধিকন্তু, আমরা বিচারিক ট্রাইব্যুনালে উপস্থাপিত সাক্ষ্য পর্যালোচনা করেছি। উপরোক্ত সাক্ষ্য পর্যালোচনায় আমরা মনে করি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ) ধারার দরখাস্তকারীকে দন্ড প্রদানের জন্য পর্যাপ্ত আইনগত সাক্ষ্য (legal evidence)-এর অভাব বিদ্যমান।

অতএব, সার্বিক অবস্থা বিবেচনাক্রমে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১, চট্টগ্রাম কর্তৃক দরখাস্তকারীকে প্রদত্ত তর্কিত দন্ড ও সাজা বাতিল করে অপরাধের দায় থেকে দরখাস্তকারীকে অব্যহতি দেয়া হলো এবং তাঁকে জামিননামা থেকে অব্যহতি দেয়া হোক।

বাংলাদেশ সরকার পক্ষে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব-কে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ১১(গ) ধারার অপরাধ আপোষযোগ্য করার লক্ষ্যে অত্র রায় ও আদেশ প্রাপ্তির ৬(ছয়) মাসের মধ্যে প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন এবং সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশ দেয়া হলো। [গুরুত্ব প্রদানের জন্য রেখা দেয়া হয়েছে]

অত্র রায়ের আলোকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালসমূহ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০ এর ধারা ১১(গ)-এর অপরাধ পক্ষগণ সম্মত হলে আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করতে পারবেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক ও সঙ্গত হবে যে, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট **বিশাকা এবং অন্য বনাম ষ্টেট অফ রাজস্থান** মামলায় সুনির্দিষ্ট আইনের অনুপস্থিতিতে কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি 'যৌন হয়রানী'-এর সংজ্ঞা নির্ধারণ ক্রমে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী প্রতিরোধকল্পে কতিপয় নির্দেশনা ও নিয়ম (Guidelines and Norms)

পালনের আদেশ প্রদান করেন। ঐ রায়ে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বার্থ সুরক্ষার জন্য রায়ে প্রদত্ত নীতিমালা ও নিয়ম (Guidelines and Norms) যথাযথভাবে পালনের নির্দেশনা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী সংক্রান্ত যথাযথ আইন (sustainable legislation) প্রবর্তন না হওয়া পর্যন্ত সকলের উপর ঐ নীতিমালা ও নিয়মসমূহ বাধ্যকর ও কার্যকর (binding and enforceable) হবে মর্মে আদেশ দেন।

বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি বনাম বাংলাদেশ সরকার মামলায়, ১৪ বিএলসি, পৃষ্ঠা-৬৯৪-এ হাইকোর্ট বিভাগ, ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের উপরোক্ত মামলার রায় বিবেচনায় নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আইন না থাকায় কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানী প্রতিরোধে **"যৌন হয়রানী'র"** সংজ্ঞা এবং কতিপয় নীতিমালা নির্দেশনা প্রদান করেন।

উক্ত রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যেঃ

> "these directives are aimed at filling up the legislative vacuum in the nature of law declared by the High Court Division under the mandate and within the meaning of Article 111 of the Constitution."

উপরোক্ত নজীরসমূহের আলোকে এটা দ্বিধাহীন বা নিঃসংকোচে বলা যায় যে, আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত অত্র রায়ের নির্দেশনা ও অভিমতের আলোকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন-২০০০-এর ১১(গ) ধারার অপরাধ আইন সংশোধন না হওয়া পর্যন্ত আপোষমূলে নিষ্পত্তিতে ট্রাইব্যুনাল সম্পূর্নরুপে এখতিয়ারবান হবেন।

অত্র রায় ও আদেশের কপি ১। সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২। সিনিয়র সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক

বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ৩। দেশের সকল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-এর নিকট প্রেরণ করা হোক।

নথিসহ রায় ও আদেশের কপি সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালে অবিলম্বে প্রেরন করা হোক।

<u>বিচারপতি মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানঃ</u>

আমি একমত।